তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, চলতি ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে আগামী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ হিসাবে পালিত হবে। মুজিববর্ষ শুরুর দিনক্ষণ গণনার জন্য আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে কাউন্টডাউন শুরু করা হবে। আগামী ৭ মার্চ হতে ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত একটানা ২০ দিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৮০ ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। হাতিরঝিল এম্পিথিয়েটার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে দু’টি ভেন্যুতে শিল্পের বিভিন্ন শাখা যথা- সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, চিত্রকলা, যাত্রাপালা প্রভৃতি বিষয়ে ৩৩২টি শো তথা পরিবেশনা থাকবে। তাছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মুজিববর্ষব্যাপী বিস্তারিত সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ছায়ালোক মিডিয়া স্টেশন আয়োজিত মিউজিক্যাল ফিল্ম সোনার বাংলার উদ্বোধনী প্রদর্শনী, জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা এবং গুণিজন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো জাতির সমস্যা-সংকটে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান সংস্কৃতিকর্মীরা। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন-সহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে এ দেশের শিল্পীসমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীরা। তিনি আরো বলেন, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ হতে বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিজনদের তথা ক্যালচারালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যে দাবিটি এসেছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১

মানিকগঞ্জে মধুর মেলায় তথ্যমন্ত্রী

**দেশের মৌলিক সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে বাউল সংগীত**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আকাশ-সংস্কৃতির হিংস্রযুগে দেশের মৌলিক সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে বাউল সংগীত।

২০২০ সালের প্রথম দিন বুধবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার পূর্ব ভাকুমে মধুর মেলা প্রাঙ্গণে বার্ষিক মধুর মেলা ও মঞ্চ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। প্রয়াত আলহাজ্ব মধু বাউলের কন্যা মমতাজ বেগম এমপি'র সভাপতিত্বে মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলাম মহিউদ্দীন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন।

মন্ত্রী বলেন, 'লোকসংগীত, বাউলগান আমাদের শেকড়। এই সংগীত জীবন ও আত্মার কথা বলে। সব সংগীত মনকে পরিশুদ্ধ করে না, আমাদের সংস্কৃতির সাথেও যায় না। আকাশ-সংস্কৃতির হিংস্র থাবা আর আধুনিক নানা বাদ্যযন্ত্রের দৌরাত্ম্যের মধ্যে দোতারা'র সংগীত যে এখনও টিকে আছে, সেটিই বাউলগানের বৈশিষ্ট্য।'

'মমতাজ বেগম-সহ বাউলশিল্পীরা যখন গান করেন, তখন তাদের সাথে শ্রোতাদের একটা মনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তারা মানুষের মনের কথা বলেন' উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'সেইজন্যই শত শত বছর বাউলগান বেঁচে আছে, আরো হাজার বছর থাকবে। রবীন্দ্র সংগীতও একই কারণে শতবছর বেঁচে আছে।'

সংসদ সদস্য হবার পরও মমতাজ বেগম সারা দেশ থেকে বাউলদের নিয়ে এসে যে বাউল মেলা আয়োজন করছেন, বাউল কেন্দ্র স্থাপন করছেন, এজন্য মন্ত্রী তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় সিঙ্গাইরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের জাদুকরী উন্নয়নেরই ফসল। মধুর মেলা মঞ্চ উদ্বোধনের পর সেখানে একটি গাছের চারা রোপণ করেন মন্ত্রী।

সিঙ্গাইর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাহেলা রহমতুল্লাহ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় রবিউল আলম ও শারমিন আক্তার, মানিকগঞ্জের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক ফৌজিয়া বেগম, নাট্যনির্দেশক দেবাশীষ দীপ, সাপ্তাহিক সময় এখন আমাদের পত্রিকার সম্পাদক কামরুজ্জামান হিমু প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০

**সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করলেন মোহাম্মদ জয়নুল বারী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে আজ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন মোহাম্মদ জয়নুল বারী। তিনি এর আগে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

তাঁর যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ।

মন্ত্রী প্রান্তিক ও অসহায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত এ মন্ত্রণালয়ের গতি ও কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং একে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয়ে পরিণত করার কাজে অবদান রাখতে নবাগত সচিব-সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবর্ধনা সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, অধিদফতর-সহ অধীনস্থ সংস্থার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

শাহ আলম/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৯

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বই উৎসব ২০২০ অনুষ্ঠিত

**সুনাগরিক তৈরিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, বছরের প্রথম দিন শিশুদের হাতে বই তুলে দিলে শিক্ষার প্রতি শিশু-কিশোরদের অনুরাগ বহুগুণ বেড়ে যায়। বছরের প্রথম দিন বই পাওয়া শিশু-কিশোরদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সরকার বছরের প্রথম দিনে শিশুদের হাতে বই তুলে দিয়ে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পেরেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ সাহানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা বিভাগ আয়োজিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ‘বই উৎসব ২০২০’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক তৈরি করতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প শিক্ষা ও নৈতিকতার মান উন্নয়নে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এ লক্ষ্যে সরকার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প, প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে ‘বই উৎসব ২০২০’ উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় ৭৩ হাজার ৭৬৮টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩০ লাখ বই বিতরণ করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দারের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদায়ি সচিব মোঃ আনিছুর রহমান, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক ফারুক আহম্মেদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব কাজী নূরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগরীর প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

#

আনোয়ার/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৮

শিক্ষার্থীদের দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে সুনাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের আরো মনোযোগী ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

 পাঠ্যবই উৎসব দিবস-২০২০ উপলক্ষে আজ রাজধানীর মিরপুরের মনিপুরে অবস্থিত মনিপুর স্কুল ও কলেজ (বালক শাখা)-এর শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণকালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১০ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ পৃথিবীতে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী ২০০ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার বৃত্তির চেক ও স্কুলের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ বৃত্তি প্রদান করেন।

 কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সদস্য এ কে এম দেলোয়ার হোসেন ও সমাজসেবক তৌহিদুল ইসলাম।

#

মাসুম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৭

**শ্রম ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে শ্রম ভবনে বঙ্গবন্ধু চর্চায় “বঙ্গবন্ধু কর্নার” উদ্বোধন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্নার উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর শতাধিক বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-সহ বিভিন্ন বিষয়ের আড়াই হাজার বইয়ের বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনকালে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর লিখিত বইগুলো পড়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালভাবে জানা এবং তাঁর কর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। বর্তমান সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর চেতনা বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে চর্চার মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী প্রজন্মের জন্য ২১০০ সালে বিশ্বের এক নম্বর উন্নত দেশ গড়তে চায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে কোন প্রকার শিশুশ্রম থাকবে না। সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মক্ষেত্রর নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন এবং মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম খান-সহ অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৬

শিক্ষাকে আনন্দময় করতে পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হবে

 ---শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পরীক্ষার চাপ কমানো এবং শিক্ষাকে আনন্দময় করতে পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনে কাজ করছে সরকার। সে ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শারীরিক শিক্ষা, খেলাধুলা, চারু ও কারু এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি প্রভৃতি বিষয়সমূহ এ বছর থেকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে।

 মন্ত্রী আজ সকালে সাভারের অধর চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ২০২০ সালের জাতীয় বই উৎসবে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণের সময় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

 মন্ত্রী বলেন, জিপিএ-৫ পাওয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর অহেতুক মানসিক চাপ না দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে শিখাতে হবে প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুযায়ী কিভাবে জীবনব্যাপী শিখতে হয়। কারণ পৃথিবী যে গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে সে ক্ষেত্রে আজকে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাল সেটি হয়ত তত গুরুত্বপূর্ণ নাও থাকতে পারে। তখন হয়ত নতুন কোনো বিষয় অথবা প্রযুক্তি আমাদের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। একাডেমিক শিক্ষাই জীবনের জন্য চূড়ান্ত শিক্ষা নয়।

 শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা স্বপ্ন দেখবে। যে যত বড় স্বপ্ন দেখবে সে তত বড় হবে।

#

খায়ের/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৫

**সোনার বাংলা গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন সভার কাজের ধরন আলাদা হলেও সবার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন এবং সেটি হচ্ছে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। এই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সকলকে এক প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম অনুষঙ্গ আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কেবল আইনের শাসন নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র সুসংহতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণেও বিচারকদের তথা কোয়ালিটি জুডিসিয়ারির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই জনগণকে কোয়ালিটি জুডিসিয়ারি উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার বিচার বিভাগকে সবধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

 আজ ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সহকারী জজ ও সমপর্যায়ের বিচারকদের জন্য আয়োজিত ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রশিক্ষণার্থী বিচারকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পেশাগত জীবনে অন্যের অনুসরণীয় হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিচার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সততার ভিত্তিতে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা হতে হবে কর্মজীবনের মূলমন্ত্র। বিন্দুমাত্র লোভ কিংবা অসততার কারণে বিচার বিভাগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে যাতে কোনো হতাশা বা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনাদের বিচারক হয়ে ওঠার পেছনে এ দেশের গরীব-দুঃখী-মেহনতি মানুষের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রয়েছে। তাঁদের কর্মক্ষেত্রই হল বিচারপ্রার্থী এসব মানুষের শেষ ভরসাস্থল। তাই জনগণের দ্রুত ও সহজে ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। নিছক গতানুগতিক বা দায়সারা ভাব পরিহার করে কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

 আনিসুল হক বলেন, সরকার আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার সাথে বিচারক ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সমান তালে এগিয়ে নিতে চায় এবং সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায় যেখানে সকল মানুষ তার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহ সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দুই হাজার ৬৯০ কোটি টাকার ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বিচারকদেরকে এখন থেকেই তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচারিক সেবা প্রদানের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি বলেন, এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাই প্রশিক্ষণ থেকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির কৌশলগুলো ভালোভাবে জানতে হবে।

 বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি খোন্দকার মূসা খালেদের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে আইন সচিব মোঃ গোলাম সাওয়ার বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৪

বিজিবি’র অভিযান

**ডিসেম্বর মাসে ৮২ কোটি ৭৫ লক্ষাধিক টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গত ডিসেম্বর মাসে দেশের সীমান্ত এলাকা-সহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮২ কোটি ৭৫ লাখ ৮২ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে।

 জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১২ লাখ ১১ হাজার ১৩০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৮ হাজার ৩৫১ বোতল ফেনসিডিল, ৮ হাজার ৭৬ বোতল বিদেশি মদ, ৬৩২ লিটার বাংলা মদ, ৮৬১ ক্যান বিয়ার, ৮৪৭ কেজি গাঁজা, ৭২০ গ্রাম হেরোইন এবং ৭৯ হাজার ৬৬১টি অ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট।

 জব্দকৃত অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ২ কেজি ৯৮ গ্রাম স্বর্ণ, ৫ হাজার ৬৫১টি ইমিটেশন গহনা, ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬৭১টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ৪ হাজার ৭৬৩টি শাড়ি, ২ হাজার ৪৯টি থ্রিপিস/শার্টপিস, ১ হাজার ৫৪০টি তৈরিপোশাক, ৯৯ মিটার থান কাপড়, ২টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ২১ হাজার ১৫৩ ঘনফুট কাঠ ও ৫ হাজার ১৩৯ লম্বাফুট কাঠ, ৯৯৬ কেজি চা পাতা, ১২টি ট্রাক, ১৫টি পিকআপ, ২টি প্রাইভেটকার, ২৭টি সিএনজি/ইঞ্জিন চালিত অটোরিকশা এবং ৪২টি মোটর সাইকেল।

 উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ২টি পিস্তল, ২টি বন্দুক এবং ৪০৭ রাউণ্ড গুলি।

 এছাড়াও সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে ইয়াবা-সহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩২৪ জন এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ১৩৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং ১০ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

#

শরিফুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০৩

**বাংলাদেশে আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সফল হবে না**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 বাংলাদেশে আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সফল হবে না, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২০ সালের প্রথম দিনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন। নতুন তথ্যসচিব কামরুন নাহার ও প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 বিএনপি নেত্রী সেলিমা রহমানের ‘হঠাৎ করেই সরকারের পতন হবে’ এ মন্তব্যের প্রতি সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘সরকারের পতন হবে -সেলিমা রহমানের এই কথা তো আমরা ১১ বছর ধরেই শুনে আসছি। সরকার পরিবর্তনের একটিই পথ, সেটি হচ্ছে নির্বাচন। যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তখন সেই নির্বাচনে যদি জনগণ আমাদের দলকে সমর্থন না জানায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা সরকারে থাকবো না।

 ‘অবশ্য বিএনপি নানা পথে বিশ্বাস করে, কারণ তারা রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘সেলিমা রহমানের এই বক্তব্য সেই ষড়যন্ত্রেরই ইঙ্গিত ছাড়া অন্য কিছু না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে অতীতের মতো আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সফল হবে না।

 বিরোধী দলকে ‘স্পেস’ দেওয়া প্রসঙ্গে ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশে আমরা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমাজেই বসবাস করি। এখানে বিরোধী দল তাদের মত প্রকাশ, প্রতিবাদ করার আইনগতভাবে, সাংবিধানিকভাবে যে অধিকার, সেই অধিকার সবসময় ভোগ করছে। এখানে কাউকে অধিকার দেয়ার বিষয় নেই। মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসিতে আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এখানে বিরোধী দল সবসময়ই সংসদে, সংসদের বাইরে সবসময় তাদের মত প্রকাশ করছে। সুতরাং অধিকার দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন অবান্তর।’

 ‘ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মেয়র তার বক্তব্যে আওয়ামী লীগের নতুন মেয়র প্রার্থীকে সমর্থন দেবার বিষয়ে কিছু বলেননি’ এমন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করলে ড. হাছান বলেন, ‘দক্ষিণের মেয়রের বক্তব্য আমি শুনেছি। দক্ষিণের মেয়র যেটি বলেছেন, মন্ত্রীর মর্যাদায় তিনি মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রীর মর্যাদা থাকলে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আছে। সেই বিধিনিষেধের কথাই তিনি স্মরণ করে দিয়েছেন।’

 তথ্যমন্ত্রী এসময় সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজকে বছরের প্রথম দিনে আপনাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্যই মূলত: আপনাদের আহ্বান জানিয়েছিলাম। একইসাথে আমাদের মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব যোগদান করেছেন। কামরুন নাহার তথ্য মন্ত্রণালয়ের ইতিহাসে প্রথম একজন মহিলা সচিব। তিনি ইতিপূর্বে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তথ্য ক্যাডারের অফিসার। সুতরাং এই মন্ত্রণালয়ের বিষয়াদি নিয়ে তার আগে থেকেই জানাশুনা আছে। যেহেতু তার আগে থেকেই অভিজ্ঞতা আছে সেহেতু মন্ত্রণালয়ের কাজ করতে তা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের একবছর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘গত প্রায় একটি বছর আমি এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছি। বিগত বছরে অনেক কাজ আমরা সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছি।  অনেকগুলো কাজ আমরা হাতেও নিয়েছি। কয়েক যুগে হয়নি বা এক যুগেও হয়নি এমন কাজ, যেমন ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল কয়েক যুগ আগে থেকে, কিন্তু সেটি সম্ভবপর হয়নি। গত বছর ২ সেপ্টেম্বর থেকে দুরদর্শনের ফ্রি ডিশের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে অফিসিয়ালি বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রদর্শিত হচ্ছে। গত বছরে কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছি।’

 ড. হাছান বলেন, ‘এক যুগেরও বেশি সময় ধরে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ক্রম নির্ধারণের জন্য বার বার তাগাদা দেয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যেই টেলিভিশন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী প্রদর্শিত হচ্ছে।’

 ‘বিদেশি টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশি বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছিল, সেটি আমরা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি, অনেকগুলো টেলিভিশনে বিদেশি সিরিয়াল কোনো অনুমতি ছাড়া প্রদর্শিত হচ্ছিল, যেটি আমরা একটি নিয়ম নীতির মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছি; এখন একটি কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে প্রদর্শিত হবে’, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে বিদেশি অবৈধ ডিটিএইচ সংযোগ অনেক জায়গায় সেগুলো চালু ছিল, আমরা ঘোষণা করেছিলাম প্রাথমিকভাবে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে এগুলো সরিয়ে নিতে হবে। পরে আমরা সময় বৃদ্ধি করেছিলাম আমাদের কাজের সুবিধার্থে যেহেতু ১৬ তারিখে বিজয় দিবস ছিল এবং অন্যান্য কাজ সেগুলোর সুবিধার্থে। আজকে থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ ডিস সংযোগ যদি পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। যারা ব্যবহার করবে বা যারা সংযোগ প্রদান করবে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হবে।’

 মন্ত্রী জানান, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে। এই ছবির কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। নবম ওয়েজবোর্ড ঘোষণা করা হয়েছে। খুব সহসা বাংলাদেশ টেলিভিশনের মতো বেতারও ভারতে সম্প্রচারিত হবে। আমরা আশা করছি এ মাসের মধ্যেই এটি করতে আমরা সক্ষম হবো।’

 ড. হাছান আরো জানান, ‘চলচ্চিত্র শিল্পীদের দাবি ছিল একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা। সেই কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করার লক্ষ্যে ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। এটি আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত করে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রিপরিষদে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করছি, খুব সহসা এটি সংসদে পাঠাবো। ইতিপূর্বে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এক বছর পিছিয়ে ছিল। এটি হালনাগাদ করা হয়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে ১৮টি আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন হালনাগাদের কাজ চলছে। গণমাধ্যমকর্মী আইন খুব সহসা আমরা মন্ত্রিসভায় নিয়ে যাব বলে আশা করছি।’

 ড. হাছান জানান, ‘৬৪টি জেলা আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য একটি ডিপিপি তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে একটি করে সিনেমা হলও থাকবে। যে হলগুলো আমরা লিজ আউট করতে পারবো, সিনেমা প্রদর্শনসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারবো। গণমাধ্যমকর্মী আইনে কিছু সংশোধনের দরকার ছিল সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে, সাংবাদিকদের দাবি অনুযায়ী। এটি আমরা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি, পাওয়া মাত্রই আমরা সেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়ে দিব। মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদনের পর সেটি সংসদে যাবে।’

 ‘অনলাইন গণমাধ্যম নিবন্ধন দেয়ার জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আমরা সব রিপোর্ট এখনো পাইনি, পেলে খুব সহসাই কিছু অনলাইন নিবন্ধন পেয়ে যাবে’, জানান তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০২

**নৌপথ খনন ও সংরক্ষণের কাজ করা হচ্ছে**

 **-নৌপ্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, গত এক বছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন ও সেগুলো সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এতে কর্মপরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নতুন খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ বরণ উপলক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, কাজ শুরু করা সহজ, শেষ করা কঠিন ও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বিচার বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যেতে হবে। বিগত এক বছরে কাজের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যে সুনাম অর্জন করেছে তা অতীতে কখনো হয়নি। এ অর্জন ধরে রাখতে সকলকে আরো বেশি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে সফল হওয়া যায়।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর এম জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০১

**বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনপ্রধানদের কাছে লেখা এক পত্রে স্বাগতিক দেশের সরকার, সুশীলসমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

 ড. মোমেন বলেন, মুজিববর্ষ পালন আমাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়,  বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

 সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার একটি বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে মুজিববর্ষ, উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিশ্বের সকল দেশেরসরকার, ব্যবসায়ীমহল, সুশীলসমাজ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের সাফল্যসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহকে নির্দেশনা দেন তিনি।

 ড. মোমেন উল্লেখ করেন, চলতি বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং অচিরেই বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কোটা স্পর্শ করবে। গতদশকে বাংলাদেশের জিডিপি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে তা প্রায় ২ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জিডিপি ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে ছিলো ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বে। গত দেড়দশকে বিনিয়োগ-জিডিপির শতকরা হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য হয়েছে।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৪৮ ঘণ্টা